

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ার

২০০৯ সালের দেওয়ানী আপীল নং ৮৭৮

স্মৃতি দেববর্মা (প্রয়াত) আইনী প্রতিনিধির মাধ্যমে..... আবেদনকারী

বনাম

প্রভা রঞ্জন দেববর্মা এবং অন্যান্য.....উত্তরদাতাকারীরা

রায়

সঞ্জীব খান্না, জে.

১৯৮৬ সালের ১৯শে জুন, স্মৃতি দেববর্মা মহারানী চন্দ্রতারা দেবী পক্ষে এবং আমমোক্তার হিসাবে টাইটেল স্যুট নম্বর ৬৬, ১৯৮৬-সাল নামে একটি মামলা দাখিল করেন। প্রসঙ্গত তিনি মহারানী চন্দ্রতারা দেবীকে সম্পত্তির মালিক ঘোষণার জন্য আবেদন করেছেন যা 'খোশ মহল' নামে পরিচিত যা মামলাটির মূল আর্জির 'ক' তফসিলে বর্ণিত আছে এবং নিম্নে বর্ণিত:

"তফসিল – ক

পুরানো দর তসকিশি তালুক নং ১৭৮(বর্তমানে আগরতলা টাউন শিট নং-৩), খতিয়ান নং ৪৮৮২, দাগ নং ১৩১৪২, ১৩১৪৪, ১৩১৭৬/২৬২৬১ এবং ১৩১৪৪/৫১৭৩৩ যা সাধারণভাবে 'খোশ মহল' নামে পরিচিত, এই ভূমির মধ্যে এক কানি পাঁচ গন্ডা দুই কড়া তিন ক্রান্ত দশ ধূর ভূমি বিদ্যমান।"

অন্যান্য পরিত্রানের মধ্যে রয়েছে একটি ঘোষণা যা প্রয়াত বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা<sup>১</sup> এবং তার আইনী প্রতিনিধিরা করেছিল যারা এই দেওয়ানী মামলার ১ থেকে ৭ নং বিবাদী পক্ষ, এই মর্মে যে বাদীর পক্ষে কোনও স্থানান্তর/হস্তান্তরকরণ অবৈধ এবং বাতিল ঘোষণা করা উচিত এবং বিবাদীদের ও তাদের সহযোগীদের 'ক' তফসিল ভুক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ, বিক্রি বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। উপরন্তু, বাদী তফসিল -খ সম্পত্তিতে যা কিনা আগরতলার মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের শেয়ার এবং ব্যবসা, এর উপর বাদীর অধিকার, স্বত্ত্ব এবং স্বার্থের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

২। সাক্ষীদের বক্তব্য নথীভুক্ত করার পর ও ২০.০১. ১৯৯৫ তারিখের আদালত জরিপকারকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যা প্রদর্শনী -। হিসাবে চিহ্নিত, আজর্জিটির সংশোধন করা হয় এবং তফসিল 'ক' তে উল্লেখিত ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন করে ২ কানি ৮ গুণ্ডা ৩ করা সাড়ে ৮ ধূর পরিমাণ বাড়ানো হয়। এই আজর্জিটির সঙ্গে অনুচ্ছেদ ২৬ (এ) থেকে ২৬ (ডি) এবং অনুচ্ছেদ ২৭ (এ) থেকে ২৭ (সি) যুক্ত করা হয়েছে। জরিপ বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ৮ থেকে ১২ নম্বর বিবাদীর নামে থাকা নামজারীর নথি নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকর হিসেবে বাতিল করার নির্দেশটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আজর্জির ধারাটিকে সংশোধন করা হয়েছিল। তফসিল 'ক' সম্পত্তিটি বাদীর নামে নামজারী করার জন্য এবং তফসিল 'ক' সম্পত্তির দখল বাদীর নামে নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দেশের প্রয়োজনে ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত অধিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা হয়।

-----  
<sup>১</sup> ওরফে "বিদুরকর্তা"

৩। এর আগে, বিবাদী নং ৮ থেকে ১২কে ১৫. ০৯. ১৯৮৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে টাইটেল স্যুট-এ বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বিবাদীরা মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পরিচালন অধিকর্তা দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কিছু জমি কিনেছিল। ৮ নং বিবাদীর পক্ষে বিক্রয় দলিল যা প্রদর্শনী-E হিসাবে চিহ্নিত, এর সম্পাদনের তারিখ হল ১৭.০৭.১৯৮৫, যা মামলা দায়ের করার আগে সম্পাদন করা হয়েছিল, যে মামলাটি ১৯.০৬.১৯৮৬ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল।

৪। মহারানী চন্দ্রতারা দেবী ছিলেন প্রয়াত মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার ষষ্ঠতম স্ত্রী। তাঁর সন্তানরা কেউই বেঁচে ছিলেন না, সবাই আগেই মারা গেছেন। মহারানী চন্দ্রতারা দেবী সাক্ষীর কোঠায় প্রবেশ করে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেননি। মহারানী চন্দ্রতারা দেবী ২৭.১২.১৯৮৮ তারিখে মামলা দায়ের করার কিছুদিন পরই মারা যান।

৫। স্মৃতি দেববর্মা মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর আইনি প্রতিনিধি হিসেবে বাদীতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন যিনি তফসিল 'ক' সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর দ্বারা সম্পাদিত ১৫. ১০. ১৯৮৫ তারিখের উইল মূলে পেয়েছিলেন, যা প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত। উইলটির প্রোবেট (আইনি স্বীকৃতি) করা হয়নি এবং এটি বিচার বিভাগীয় আদালতে<sup>১</sup> বিবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। স্মৃতি দেববর্মা বর্তমান

-----  
<sup>১</sup>বিচার বিভাগীয় আদালত স্মৃতি দেববর্মা দ্বারা উপস্থাপিত উইল-এর যথার্থতা গ্রহণ করেছে। এতে দেখা যায় সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে গৌহাটি উচ্চ আদালতের প্রথম আপীলে আপত্তি তোলা হয়েছিল এবং আপীলটি মঞ্জুর করা হয়েছিল, যদিও উইলটির যথার্থতা পরীক্ষা করা হয়নি।

এই আবেদন চলাকালীন প্রয়াত হয়েছিলেন এবং এখন তার আইনি প্রতিনিধিরা তার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

৬। ২৩.১১.১৯৯৬ তারিখের রায়ের ডিক্রিতে বলা হয় যে, সংশোধিত 'ক' তফসিলের সম্পত্তিতে বাদীর অধিকার, স্বত্ত্ব ও স্বার্থ রয়েছে এবং সমস্ত বিবাদীগণকে উচ্ছেদ করার পর বাদী তফসিল 'ক' সম্পত্তিতে খাস দখলের অধিকারী এবং সকল বাঁধা দূর করার অধিকারী। এছাড়াও, প্রয়াত বিদুরকর্তা এবং বিবাদী পক্ষের ১ থেকে ৭ নম্বর ব্যক্তির দ্বারা তফসিল 'ক' সম্পত্তির যে কোনও অংশের হস্তান্তর এবং/অথবা স্থানান্তর অবৈধ এবং অকার্যকর ছিল। সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের নথি, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিংস ইত্যাদিতে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড এবং/অথবা বিবাদী নম্বর ৮ থেকে ১২-এর নাম বাতিল করে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তফসিল 'ক' শ্রেণীর সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত নথিতে বাদীর নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিবাদীগণ ও তাদের সহযোগীদেরকে তফসিল 'ক' সম্পত্তিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত করা হয়েছিল যাতে বাদীর শান্তিপূর্ণ দখল অধিকারে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। জরিপ প্রতিবেদনটিকে (প্রদর্শনী-।) ডিক্রির অংশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৭। তবে বিচার বিভাগীয় আদালত মঞ্জুর করেনি এবং তাই 'খ' তফসিল সম্পত্তির ডিক্রি প্রদানের জন্য বাদীর আবেদনটিকে নাকচ করে দিয়েছে বলে মনে করা হয়। বাদী বিচার বিভাগীয় আদালতে তফসিল 'খ' সম্পত্তি সম্পর্কিত তার মামলা খারিজ করে দেওয়া এই ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করেননি। বিচার বিভাগীয় আদালতের এই ডিক্রি এ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়েছে।

৮। বিবাদীরা তফসিল 'ক' সম্পত্তি সম্পর্কিত ডিক্রির বিরুদ্ধে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে আপীল করে যা ১৭.০৫.২০০৬ তারিখের বিতর্কিত রায় দ্বারা মঞ্জুর হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে রায়ে বিপরীতভাবে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে মামলার বাদী সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ও নথিভুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে তফসিল 'ক' সম্পত্তির উপর তার বৈধ মালিকানা ও স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেননি। আমরা পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালত দ্বারা নথিভুক্ত প্রমাণ ও কারণগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব। এই রায়ে ১৯৬০সালে কার্যকর হওয়া ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে, তফসিল 'ক' সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে হয়তো কিছু অধিকার দেয়া হয়েছে। যদিও উচ্চ আদালত সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে বিবাদীদের অধিকার, স্বত্ত্ব এবং স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নটির দিকে নজর দেয়া বাকি রয়েছে এবং বিবাদীপক্ষ এজন্য উপযুক্ত মঞ্চ যেতে পারে।

৯। আমরা এখন শুনানির সময়ের বিবৃতিগুলি, আবেদন এবং দুই পক্ষের পেশ করা সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচনা করে দেখব।

১০। স্মৃতি দেববর্মা যিনি আর্জি দায়ের করে দাবী করেছিলেন এবং পি.ডাব্লু -১ হিসাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা তিনি পাট্টার দলিলের উপর ভিত্তি করে করেছিলেন যা প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত, যা মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার পুত্র মহারাজা দুর্জয় কিশোর দেববর্মা ৩১.১০.১৯৫১ তারিখে বিদুরকর্তার বরাবরে সম্পাদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বিদুরকর্তা ২৫.০৬.১৯৫২ তারিখে একটি একরারনামা সম্পাদন করেছিলেন, যা প্রদর্শনী-৫ হিসাবে চিহ্নিত, তাতে তিনি উল্লেখ করে স্বীকার করেন যে পাট্টার দলিল (প্রদর্শনী-

১২) -এর মাধ্যমে তাকে যে অধিকারগুলি প্রদান করা হয়েছে তা আসলে মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর। এই পর্যন্ত কোনও অসুবিধা ছিল না।

১১। আর্জিতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ও স্বীকার করা হয়েছে যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা একটি সনদ সম্পাদন করেছিলেন ও ২৪.০১.১৩৫১ খ্রিপূর্বাব্দে<sup>৩</sup> বা ১৯৪১ সালে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যার নাম হল মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড। এছাড়াও, অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড আগরতলা শহরে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছে। বাদীর দাবী, তিনি এই সংস্থার শেয়ারের অন্যতম প্রধান অংশীদার। তবে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডে মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর শেয়ার থাকার সাক্ষ্যপ্রমাণ বা নথীভুক্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উপরের বিবৃতি অনুসারে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের অংশীদারিত্ব এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ডিক্রি চেয়ে বাদীর আবেদন বিচার বিভাগীয় আদালত নাকচ করে দিয়েছে, যে ডিক্রির উপর বাদী কোনো আপত্তি করেননি এবং গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর্জির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তফসিল 'ক' সম্পত্তির জমি ও ভবন গ্রহণ করে, যা মহারানী চন্দ্রতারা দেবী ইজারা দিয়েছিলেন। এই ইজারার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদন করার তারিখ এবং ইজারা দেওয়ার সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। কোনও ইজারা দলিল বা সমর্পণের নথি পেশ করা হয়নি ও প্রমাণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও

-----  
<sup>৩</sup> সংক্ষেপে, 'টি. ই.'

আমরা নথিভুক্ত করব যে আর্জিতে তফসিল 'ক' সম্পত্তির উপর মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে।

১২। মহারানী চন্দ্রতারা দেবী তাঁর অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং ধর্মীয় ভাবনার কারণে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৯ তারিখে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত নিবন্ধিত আমমোক্তারনামার মাধ্যমে বিদুরকর্তাকে তাঁর আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি মূলত বারাণসী, হরিদ্বার এবং/অথবা দেবাদুনে বসবাস করতেন। পরে তিনি ১৯৭০ সালের ৬ মার্চ এই আমমোক্তারনামাটি বাতিল করেন এবং ১২.০১.১৯৭০ তারিখে বিদুরকর্তার সম্পাদিত নিবন্ধিত দানপত্র দলিল বাতিল করার জন্য টি. এস. নং ৯৫/৭২, ১৯৭২ সাল নামে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন যা তাঁর 'রূপছায়া' সিনেমা হল ব্যবসার ১/৩ ভাগ অংশ কর্ণকিশোর দেববর্মা এবং সহদেব কিশোর দেববর্মা কে হস্তান্তর করেছিল। মামলাটিতে ১৭.০৬. ১৯৮৩ তারিখে ডিক্রি জারী করা হয় এবং দানপত্র দলিলটি বাতিল করা হয়। এই অনুচ্ছেদে যে তথ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তা বাদীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে।

১৩। আর্জিতে বলা হয়েছে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের হোটেল ব্যবসা ব্যাপক লোকসান ও অব্যবস্থাপনার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপরে, জমি এবং ভবনটি মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেডকে দেওয়া হয়। বিদুরকর্তা ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর কাছে পাঠাতেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিদুরকর্তা বিবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে তফসিল 'ক' সম্পত্তি এবং তফসিল 'খ'

ব্যবসা তার স্ত্রী ১ নং বিবাদী-জ্যোতি দেববর্মার নামে হস্তান্তর করে। ২ নং বিবাদী- প্রভা রঞ্জন দেববর্মা, বিদূরকর্তার পুত্র, একজন আই এ এস অফিসার এবং একজন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছ থেকে মাসিক ভাড়া আদায় করতেন, যদিও তার তফসিল 'ক' সম্পত্তির সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

১৪। সংশোধিত হবার পর আর্জিতে দাবী করা হয় যে, মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেড ৩০শে জুন, ১৯৮৬ তারিখে এই সম্পত্তি খালি করে দিয়েছে। এরপর বাদী তার কর্মী ও সহযোগীদের নিয়ে তফসিল 'ক' সম্পত্তির দখল নেন এবং 'মেসার্স স্টার গেস্ট হাউস' নামে একটি অতিথিশালা চালু করেন। যাইহোক, কোনো ত্রুটির<sup>৪</sup> কারণে মামলাটি খারিজ হয়ে যাওয়ায় বিবাদীরা সুবিধা গ্রহণ করে বাদীকে বেদখল করে এবং তফসিল 'ক' সম্পত্তি দখল করে নেয়। বাদী, আগরতলা মহকুমা শাসকের আদালতে ১৪৪ নং ধারায়, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৭৩ এর অধীনে বিবিধ নং ৭৫/৮৬ এর মাধ্যমে কার্যধারা শুরু করেছিলেন, যার দ্বারা বিবাদীদের বাদীর দখলের উপর বিরক্ত করা থেকে বিরত করা হয়েছিল। তবে, আগরতলার মহকুমা শাসক, ১৯৮৬ সালের ২৬ শে আগস্টের এক আদেশমূলে একজন পুলিশ আধিকারিককে গ্রহীতা হিসেবে নিয়োগ করেন।

-----

<sup>৪</sup> টাইটেল স্যুট নং ৬৬, ১৯৮৬ সাল নামের মামলাটি, কোনও ত্রুটির কারণে ২৮.০৪.১৯৮৮ তারিখের আদেশক্রমে খারিজ করা হয়েছিল। টাইটেল স্যুট নং ৬৬, ১৯৮৬ সালকে পুনরুদ্ধার করার জন্য, বাদীর দ্বারা ১৯৮৮ সালে বিবিধ মামলা নং ৬৯ এর মাধ্যমে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল এবং ১৩.০৭.১৯৮৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে টাইটেল স্যুট নং ৬৬, ১৯৮৬ সাল নামের মামলাটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, যা ১৯৮৮ সালের বিবিধ মামলা নং ৬৯ কে নিষ্পত্তি করেছিল।

মহকুমা শাসকের এই পদক্ষেপটির বিরোধিতা করা হয় এবং এটি বেআইনি এবং অনুচিত কারণ বাদী ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছেন।

১৫। ১ থেকে ৭ নং বিবাদীরা তাদের লিখিত বিবৃতিতে মহারাজা দুর্জয় কিশোর দেববর্মা দ্বারা ১১.১০.১৩৫৮ত্রিপুরাব্দ বা ১৯৪৮ সালে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের বরাবরে সম্পাদিত পাট্টার দলিলের উপর ভরসা করেছিল যা প্রদর্শনী-'A' হিসাবে চিহ্নিত যার দ্বারা ৩ কানি ৮ গন্ডা ৩ কড়া সাড়ে ১৬ ধুর ভূমি ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ থেকে ১৩৬৯ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত অথবা ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত, মোট বিশ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল। আমরা পরবর্তীতে পাট্টা দলিলের (প্রদর্শনী-'A') ব্যাখ্যা করব এবং এই আদালতে বাদীর দ্বারা উত্থাপিত এই নথির সত্যতার উপর প্রশ্ন করাকে পরীক্ষা করব। এই নথির ওপর ভিত্তি করে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, তফসিল 'ক' সম্পত্তিটি মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের মালিকানাধীন। ২৫. ০৩. ১৯৫৩ তারিখে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে বিদূরকর্তা মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পরিচালন অধিকর্তা হিসেবে মহারানী চন্দ্রতারা দেবীকে ব্যবসা/সম্পত্তিটি ইজারা দিয়েছিলেন। এই ইজারাটি ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে বাতিল হয়ে যায় এবং তারপরে ব্যবসাটি একটি নতুন চুক্তির মাধ্যমে ২ নং বিবাদী-বিদূরকর্তার পুত্র প্রভা রঞ্জন দেববর্মার কাছে ইজারা দেওয়া হয়। মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২ নং বিবাদীকে ভাড়া দিতে শুরু করেছিল। পরিষদের সিদ্ধান্ত সহ এই ইজারা দলিলগুলি, ইত্যাদি বিষয়সমূহ নথি হিসেবে পেশ করা হয়নি এবং প্রমাণিত করা যায় নি। ঘটনাটি হল যে ১৯৬৮ সাল থেকে মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২ নং বিবাদীকে ভাড়া দিয়েছে এবং তা বাদী-আবেদনকারী স্বীকার করেছিল।

১৬। সুতরাং, বিবাদী নং ১ থেকে ৭ এর বক্তব্য অনুযায়ী মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের দখলে থাকা সম্পত্তিটির বর্ণনা পাট্টা দলিলের(প্রদর্শনী-১২) যে ভূমি তার বর্ণনা থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র এবং একরারনামা(প্রদর্শনী-৫)-অনুযায়ী এটি মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর মালিকানাধীন।

১৭। ৮ নং বিবাদী একটি পৃথক লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন এবং স্বীকার করেন যে তিনি মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পরিচালন অধিকর্তার কাছ থেকে ১৭. ০৭. ১৯৮৫ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের (প্রদর্শনী-E)-এর মাধ্যমে জমি গ্রহণ করেছেন। ৮নং বিবাদী তখন বাদীকে জানিয়ে তার জ্ঞাতসারে একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন। সেই সময় বাদী কোনও আপত্তি তোলেননি বা ক্রয় করা জমির উপর অধিকার, স্বত্ত্ব বা স্বার্থের দাবী করেননি। ৮ নং বিবাদী, ৩০৯১২ নং খতিয়ান মূলে, যা প্রদর্শনী -F হিসেবে চিহ্নিত, ১৬.০৫.১৯৮৯ তারিখে ভূমি জরীপ ও বন্দোবস্ত কার্যালয় অফিস থেকে ভূমিটি তার নামে নামজারী করিয়েছিলেন। ক্রয়কৃত সম্পত্তি ৮ নং বিবাদীর দখলে রয়েছে।

১৮। বিবাদী নং ৯ থেকে ১১ অনুরূপভাবে বিবৃতি দাখিল করেছিলেন যে 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর বাদীর কোন অধিকার, স্বত্ত্ব এবং স্বার্থ নেই। মেসার্স হোটেল খোশমহল লিমিটেডের পরিচালন অধিকর্তা দ্বারা সম্পাদিত ক্রয়/বিক্রয় দলিলের উপর ভিত্তি করে তারা তফসিল 'ক' সম্পত্তির অংশের উপর অধিকার, স্বত্ত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও, তারা সরকারের কাছ থেকে তাদের পক্ষে ভূমিটির নামজারীর নথি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। বিবাদী নং ১১ তার অতিরিক্ত লিখিত বক্তব্যে দাবী করেছিলেন যে, তিনি

আর্জিতে বর্ণিত তফসিল 'ক' ভুক্ত জমি বা উইলে(প্রদর্শনী-৪) উল্লেখিত তফসিলের অন্তর্ভুক্ত কোনও জমি ক্রয়ের মাধ্যমে দখলকার বা মালিক ছিলেন না। বিবাদী নং ১১-র স্ত্রী, বিবাদী নং ১-এর কাছ থেকে সামান্য পরিমাণ ভূমি কিনেছিলেন,কিন্তু এই ভূমিটি আর্জিতে উল্লেখিত তফসিল 'ক' ভুক্ত কোন ভূমি বা উইলে(প্রদর্শনী-৪) উল্লেখ করা কোন ভূমিখণ্ডের মধ্যে পড়ে না। বিবাদী নং ৯ থেকে ১১ উইল (প্রদর্শনী-৪)-এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

১৯। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, মূলত দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় রয়েছে যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম দিকটি হল পাট্টা দলিল(প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামার (প্রদর্শনী-৫) মাধ্যমে ইজারা দেওয়া যে জমি তার সীমানা নির্ধারণ, যার ভিত্তিতে মহারাণী চন্দ্রতারা দেবীর আমমোক্তার হিসাবে এবং মহারানীর পক্ষে স্মৃতি দেববর্মা মামলাটি দায়ের করেছিলেন। দ্বিতীয় দিকটি হল প্রমাণ করার দায়বদ্ধতা এবং বাদী তফসিল 'ক' সম্পত্তির উপর মালিকানার ঘোষণামূলক ডিক্রির জন্য ভূমিটির উপর তার স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণ করার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়েছেন কিনা এবং তফসিল 'ক' সম্পত্তিতে তার দখল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন কিনা।

২০। যে রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে আমাদের মতে সেই রায়ে তফসিল'ক' সম্পত্তির সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরনের বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে যা হলো পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামায় (প্রদর্শনী-৫) উল্লেখিত ভূমির বিবরণ এবং নথিভুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে এটা স্থির করা হয় যে বাদী তফসিল 'ক' ভুক্ত সম্পত্তির উপর তার স্বত্ত্ব ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

আমরা এ বিষয়ে উচ্চ আদালত যে যুক্তি দেখিয়েছে তা উল্লেখ করব এবং এর সাথে আমাদের নিজস্ব কিছু যুক্তি সংযুক্ত করব।

২১। প্রথমত, ৩১.১০.১৯৫১ তারিখের পাট্টা দলিল(প্রদর্শনী-১২) এবং ২৫.০৬.১৯৫২ তারিখের একরারনামায় (প্রদর্শনী-৫) যে সম্পত্তির সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল :

### পাট্টা দলিল

XX

XX

XX

### (তফসিল চৌহদ্দি)

পরগনা-আগরতলা, নতুন হাবেলী টাউন, সিট নং-৩, আমার নামীয় তৌজি নং ১৭৮ মধ্যে বার্ষিক রাজস্ব ৩০ টাকা (ত্রিশ টাকা) জমা হারে, তসকিসি তালুক স্বত্বে এক কানি পাঁচ গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত দশ ধুর ভূমি। যার চৌহদ্দি:

উত্তরে - মোগরা রোড

পশ্চিমে, দক্ষিণে - খাস 'পতিত' ভূমি

পূর্বে -মাহারাজগঞ্জ বাজারে যাওয়ার রাস্তা।

এই চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে ৩৪১২ নং দাগের অংশের অন্তর্গত যা 'ঘ' হিসেবে চিহ্নিত ২৪৬' x ৯০ ফুট জমি, যার পরিমাপ এক কানি পাঁচ গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত দশ ধুর।

## একরারনামা

XX

XX

XX

### (তফসিল সম্পত্তি)

আমি, শ্রী বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, আমার নামে সর্বমোট এক কানি পাঁচ গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত দশ ধুর ভূমির বন্দোবস্ত তসকিসি দর তালুকি স্বত্ত্বে বার্ষিক খাজনা ১০০/-টাকা (একশত টাকা) ধার্যক্রমে প্রদান করা হয়েছে যা পরগনা এবং থানা -আগরতলা, সাব রেজিস্ট্রি -আগরতলার অন্তর্গত, নতুন হাবেলী টাউন সিট নং - ৩ মধ্যে, সদর কালেক্টরেটে তসকিসি দর তালুকি স্বত্ত্ব নং ১৭৮-এ , বার্ষিক ৩০ টাকা (ত্রিশ টাকা) জমায় মহারাজ কুমার শ্রীল শ্রীযুত দুর্জয় কিশোর দেববর্মার নামে লিপিবদ্ধ আছে।

যার চৌহদ্দি:

উত্তরে - মোগরা রোড,

পশ্চিমে এবং দক্ষিণে - খাস 'পতিত' ভূমি,

পূর্বে -মহারাজগঞ্জ বাজারে যাওয়ার রাস্তা।

এই চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে ৩৪১২ নং দাগের অংশের অন্তর্গত যা 'খ' হিসেবে চিহ্নিত মোট এক কানি পাঁচ গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত দশ ধুর ভূমি যার পরিমাপ ২০৬'x ৯০ ফুট। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্পত্তিটির মূল্য ২৫০০ টাকা (দুই হাজার পাঁচশত টাকা)।

উপরোক্ত বর্ণনায় কোনও নির্মিত ভবন এবং বিশেষ করে হোটেল খোশমহল ভবনটির উল্লেখ নেই। যদি পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামা (প্রদর্শনী-৫) ঐ সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত হয় যেখানে খোশ মহল নির্মিত হয়েছিল, তবে এটি স্বাভাবিক যে এর অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হত।

২২। দ্বিতীয়ত, বিচার বিভাগীয় আদালত একজন জরিপকারক নিয়োগ করেছিলেন, যিনি পক্ষগুলির উপস্থিতিতে ১৮.১২.১৯৯৪ তারিখে একটি জায়গা পরিদর্শন করার ভিত্তিতে ২০.০১.১৯৯৫ তারিখে একটি প্রতিবেদন জমা করেছিলেন যা 'প্রদর্শনী -I' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির সংক্লিষ্ট অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে :

XX

XX

XX

সি.এস প্লট নম্বর ১৩১৪২, ১৩১৪৩, ১৩১৪৪, ১৩১৪৫, ২৬২৬১-এর আওতায় চিহ্নিত ভূমির পরিমাণ ২ কানি ৮ গন্ডা ৩ কড়া সাড়ে ৮ ধুর। অন্যদিকে উক্ত একরারনামায় উল্লেখিত ভূমির পরিমাণ ১ কানি ৫ গন্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্ত মাত্র।

বিবাদীদের দেয়া প্রদর্শনী 'A' তে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে তৈরি করা নিবন্ধিত "পাট্টা" দলিলে তৎকালীন সি .এস প্লট নং ৩৪২৪/অং, ২৮৬৩/অং, ২৬৬১/অং, ৩৪২৬, ২৬৬২/অং, ২৬৬৩-এর অধীনে শুধুমাত্র ৩ কানি ৮ গন্ডা সাড়ে ১৬ ধুর ভূমির উল্লেখ করা হয়েছে যার চৌহদ্দি:

উত্তরে : স্মৃতি মন্দিরের দক্ষিণ দিকের পতিত খাস জমি

পূর্বে : সেন্ট্রাল রোড।

দক্ষিণে: কুমার মহেন্দ্র মোহন দেববর্মার বসত বাড়ির সামনের ভূমি

পশ্চিমে: কুমার মহেন্দ্র মোহন দেববর্মার উত্তর দিক সংলগ্ন ভূমি।

চিহ্নিত নালিশা ভূমির উত্তর ও পূর্ব সীমানা এবং বিবাদীদের দ্বারা প্রদর্শনী 'A' হিসেবে বর্ণিত ভূমির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। স্মৃতি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত জমির উত্তর দিকে একটি বা দুটি প্লট পরে পাওয়া গেছে। সেন্ট্রাল রোড নালিশা ভূমির পূর্ব দিকে অর্থাৎ সি. এস. প্লট নম্বর ১৩১৪২-এ পাওয়া যায়। বিবাদীদের দেওয়া প্রদর্শনী 'A'-র দক্ষিণ এবং পশ্চিম সীমানা এবং নালিশা ভূমির বর্তমান সীমানার মধ্যে মিল পাওয়া যায় নি, ১৯৪৮ সাল থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভূমিটির দখল অধিকার এবং আকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতে পারে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে বাদী কিংবা বিবাদী কেউই একরানামায় (প্রদর্শনী ৫) বর্ণিত তখনকার সময়ের সি. এস. প্লট নং ৩৪১২(অংশ) এর মানচিত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি অথবা তখনকার 'নতুন হাবেলী' মৌজার সি. এস. প্লট নং ৩৪২৪/অংশ, ২৮৬৮/অংশ, ২৬৬১/অংশ, ৩৪২৬/অংশ, ২৬৬৩ এর মানচিত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি পেশ করতে সক্ষম হয়নি।

এই সব মানচিত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি না থাকার কারণে ও ১৯৫২ সালে তৈরী একরানামায় বর্ণিত ভূমির সীমানাগুলির মধ্যে পার্থক্যের কারণে, বাদীর দ্বারা চিহ্নিত ভূমিটি একরানামায় অর্থাৎ বাদীর দেয়া প্রদর্শনী ৫- এর বর্ণিত ভূমি কিনা তা বের করা সম্ভব হয়নি।

যাইহোক, বাদীর একরানামায় বর্ণিত ভূমির পরিমাণ এবং বর্তমান সি.এস. প্লট নং ১৩১৪৪ এর অধীনে বাদীর চিহ্নিত ভূমির পরিমাণের মধ্যে অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। সি. এস প্লট নং ১৩১৪৪-এ ভূমির পরিমাণ মাত্র ১ কানি ৩ গন্ডা। যেখানে মাত্র ১ কানি ৫ গন্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্ত ভূমির জন্য একরানামা তৈরী করা হয়েছিল।

XX

XX

XX

আমাদের বিবেচনায়, বিচার বিভাগীয় আদালত ভুলভাবে তুলে ধরেছে যে জরিপ প্রতিবেদনটি (প্রদর্শনী-১) বাদীর মামলাটিকে সমর্থন এবং গ্রহণ করে। যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা বাস্তবিকভাবে ভুল। উচ্চ আদালত যথাযথভাবে তুলে ধরেছে যে জরিপ প্রতিবেদনটি(প্রদর্শনী-১) বাদীর আবেদন ও যুক্তির বিরুদ্ধে। উপরে উদ্ধৃত জরিপ প্রতিবেদন(প্রদর্শনী-১) অনুযায়ী, তফসিল 'ক' সম্পত্তির বিবরণ, যেখানে হোটেল খোশমহল ভবনটি অবস্থিত, তা পাট্টা দলিল(প্রদর্শনী-১২) এবং একরানামায় দেয়া (প্রদর্শনী-৫) ভূমির তফসিল বিবরণ থেকে আলাদা। মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পক্ষে পাট্টা দলিলের (প্রদর্শনী-A) জমির বিবরণ এবং চিহ্নিতকরণ নিম্নরূপঃ

### পাট্টা

(১১-১০-১৩৫৮ ত্রিপুরাব্দ তারিখে সম্পাদিত ) = (১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দ)

XX

XX

XX

স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত তসকিশি তালুক, সাব রেজিস্ট্রি এবং পুলিশ স্টেশন-সদরের অন্তর্গত, আগরতলা নতুন হাবেলী শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই পাট্টা দলিলের ভূমির পরিমাণ ৩ কানি ৮ গন্ডা ৩ কড়া সাড়ে ১৬ ধূর, যা পরিমাপ করা হয়েছে ৮ কিউবিট(হাত) দৈর্ঘ্যের 'নল' (চেইন) = ১২ x ১০ ('নল') এর মাধ্যমে যা ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ থেকে ১৩৬৯ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত, মোট ২০ (কুড়ি) বছরের জন্য হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের বরাবরে ইজারা দেবার জন্য সম্পাদিত হয়।

XX

XX

XX

## ভূমির বিবরণ

নতুন হাভেলি শহরে অবস্থিত ভূমির সীমানা নিম্নরূপঃ

উত্তরে- স্মৃতিমন্দিরের দক্ষিণে থাকা 'খাস ভূমি'।

পূর্বে - সেন্ট্রাল রোড

দক্ষিণ- কুমার মহেন্দ্র মোহন দেববর্মা বাহাদুরের বাসভবনের সামনের অংশ

পশ্চিমে - কুমার মহেন্দ্র মোহন দেববর্মা বাহাদুরের উক্ত বাসভবনের উত্তরাংশ

উক্ত সীমার মধ্যে -

দাগসমূহ - ২৮৪৬(অংশ), ২৬৬৮ (অংশ), ৩৪২৩ (অংশ), ৩৪২৪  
(অংশ), ২৮৬৩ (অংশ), ২৬৬১ (অংশ), ৩৪২৬, ২৬৬২, ২৬৬৩

XX

XX

XX

২৩। তৃতীয়ত, জরিপ প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-।) দাখিল করার পর ১৯৯৫ সালে বাদী এই দাবীর সংশোধন করেন এবং সংশোধনীর পর তফসিল 'ক'-এ উল্লেখিত ভূমির পরিমাণ ১ কানি ৫ গন্ডা ২ করা, ৩ ক্রান্ত এবং ১০ ধুর থেকে বাড়িয়ে ২ কানি ৮ গন্ডা ৩ করা এবং সাড়ে ৮ ধুর করেন। এই সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালে মেসার্স হোটেল খোশমহল লিমিটেডের বরাবরে যে পাট্টা কার্যকর করা হয়েছিল, সেই পাট্টা দলিলে (প্রদর্শনী-A) উল্লেখিত পরিমাপের সাথে বর্তমান তফসিল 'ক'-এ লিপিবদ্ধ পরিসংখ্যানগুলির মিল রয়েছে। ট্রায়াল কোর্টের রায়ে এই অসামঞ্জস্যটি উপেক্ষা করে বলা হয়েছে যে জমির পরিমাণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল কারণ মূল বিরোধটি হ'ল তফসিল 'ক'-

এর সম্পত্তিটি বাদী নাকি মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের। এর সমর্থনে ট্রায়াল কোর্টের বক্তব্য হল যে, আগে জমির পরিমাপ করা হত চোখের হিসেব দিয়ে এবং প্রকৃত দখলে থাকা জমির পরিমাণ সবসময় নথিতে যা লেখা আছে তার চেয়ে বেশি হবে। ত্রিপুরায় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শুরু হয় ১৯৬০ সালে। এই যুক্তিটি মেনে নেওয়া কঠিন কারণ পাট্টা দলিলে (প্রদর্শনী-A) যে জমির পরিমাপ ও সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে, তা জরিপ প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-I) উল্লেখিত জমির অবস্থান এবং মোট পরিমাপ থেকে অনেকটাই ভিন্ন। ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ধারণা ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ কারণ প্রমাণবিদ্ধ নথি, যথা- পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-A) করা হয় আগে এবং পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামা (প্রদর্শনী-৫) কার্যকর করা হয় পরে। রেকর্ড করা জমির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামায় (প্রদর্শনী-৫) উল্লেখিত ভূমির পরিমানের বিষয়ে কখনোই কোনো সংশোধনী আনা হয়নি।

২৪। চতুর্থত, ১৬.১০.১৯৮৫ তারিখে মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর দ্বারা সম্পাদিত এবং স্মৃতি দেববর্মার আস্থাকৃত আমমোক্তারনামা তাঁর মালিকানাধীন প্রমাণবিদ্ধ জমি সমানভাবে চিহ্নিত করে যা নিম্নরূপঃ

### " তফসিল – 'খ'

জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, থানা- পশ্চিম আগরতলা, সাকিন- আগরতলা শহর মধ্যে ৩৪১২ নং দাগে অবস্থিত ভবন এবং ভূমির এরিয়া ২০৬' X ৯০' - যেখানে ভূমির পরিমান (এক) কানি ৫ (পাঁচ) গন্ডা ২ (দুই) কড়া, ২ (দুই) ক্রান্ত ১০ (দশ) ধুর;

পূর্বতন হোটেল খোশ মহল এবং বর্তমান মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন, আগরতলা অফিস-এর ভূমি যা মহারানি চন্দ্রতারা দেবীর (অধ্যক্ষ) বেনামদার হিসাবে প্রয়াত বিক্রমেত্র কিশোর দেব বর্মার নামে নথিভুক্ত।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহারানী চন্দ্রতারা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত তফসিল 'খ'-এ খোশমহলের উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রদত্ত পরিমাপ অংশে উল্লেখিত ভূমির পরিমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমমোক্তারনামায় উল্লেখিত ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান এর সঙ্গে পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) ও একরারনামায় (প্রদর্শনী-৫) উল্লেখিত পরিমাণ ও অবস্থানের মিল রয়েছে। সুতরাং, পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) এবং একরারনামায় (প্রদর্শনী-৫) ক্রটিপূর্ণভাবে পরিমাণ ও অবস্থানের উল্লেখ রয়েছে বলে যে যুক্তির উত্থাপন করা হয়েছে তা হল পরবর্তীতে করা চিন্তাধারার প্রতিফলন এবং উক্ত অবস্থান নেওয়া হয়েছে জরিপ প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১) উল্লেখিত বৈষম্যগুলি নথিভুক্ত হওয়ার পর।

২৫। আবেদনকারীর আইনজীবী জানিয়েছিলেন যে, পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-A) একটি বানোয়াট দলিল। এর সমর্থনে, তিনি এই নথির বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডকে কুড়ি বছরের জন্য তথা ১৩৪৯ খ্রিপূরান্দ হতে ১৩৬৯ খ্রিপূরান্দ অথবা ১৯৩৯ খ্রিস্টান্দ হতে ১৯৫৯ খ্রিস্টান্দ অর্দি ইজারা দেওয়া নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে উত্থাপন করা হয় যে পাট্টা দলিলে (প্রদর্শনী -A) ১৩৫১ খ্রিপূরান্দ বা ১৯৪১ খ্রিস্টান্দ কে মেসার্স খোশ মহল

লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা বর্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে<sup>৭</sup>। আমরা মনে করি, বাদীকে এই আবেদন করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় কারণ এই যুক্তি ট্রায়াল কোর্ট বা উচ্চ আদালতে তোলা হয়নি। পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-A) একটি নিবন্ধিত নথি/উপকরণ। ৩০ বছরেরও অধিক সময়ের পুরোনো হওয়ার সুবাদে এই নথিটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২<sup>১</sup> -এর ৯০<sup>৬</sup> নং ধারার ভিত্তিতে অনুমানের সুবিধা ভোগ করে। অধিকন্তু, বাদী মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডকে দেওয়ানি মামলার পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

২৬। আবেদনকারী-বাদীর আইনজীবী মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর আমমোক্তার হিসাবে মহারাজা দুর্জয় কিশোর দেববর্মা কর্তৃক ১১. ০৪. ১৯৬৮ তারিখের ‘প্রদর্শনী-C’ হিসাবে চিহ্নিত চিঠির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬২

-----

<sup>৭</sup> আমরা এই তারিখগুলি পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-ক)-এর অনুবাদিত সংস্করণ থেকে নিয়েছি, এগুলি সঠিক বলে ধরে নিয়ে।

<sup>৬</sup> ধারা ৯০: ৩০ বছরের পুরানো নথি সম্পর্কে ধারণা। যেক্ষেত্রে কোন ত্রিশ বছরের পুরোনো বলে মনে করা বা প্রমাণিত নথি কোন হেফাজত হতে পেশ করা হয়, যা বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত যথাযথ বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে আদালত এই ধারণা করতে পারবে যে, স্বাক্ষর এবং দলিলের অন্যান্য অংশ, যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে, তা সেই ব্যক্তিরই হাতের লেখায় রয়েছে এবং সম্পাদিত বা প্রত্যয়িত দলিলের ক্ষেত্রে, এটি যে ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত বা প্রত্যয়িত হয়েছে বলে মনে করা হয় তা সেই ব্যক্তি দ্বারাই যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং প্রত্যয়িত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :- নথিগুলি যথাযথ হেফাজতে রয়েছে বলে মনে করা হয় যদি সেগুলি সেই জায়গায় থাকে যেখানে এবং সেই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে যার কাছে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে থাকবে; তবে কোন হেফাজতই অসঙ্গত নয় যদি তার উৎস বৈধ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয় বা যদি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন হয় যে যেখানে এই ধরনের উৎপত্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

এই ব্যাখ্যাটি ধারা ৮১-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

<sup>১</sup>সংক্ষেপে "সাক্ষ্য আইন"

সালে মহারাজা দুর্জয় কিশোর দেববর্মার মৃত্যু হয় যা মহারানী চন্দ্রতারা দেবী দেওয়ানী মামলা টিএস- নং ৯৫/৭২-এ বাদী পক্ষের ১ নং স্বাক্ষী হিসাবে হিসাবে জেরা পরীক্ষায় প্রদর্শনী-১৩ হিসাবে চিহ্নিত জবানবন্দি দিতে গিয়ে মেনে নিয়েছেন। হতে পারে বাদীর দাবী সঠিক যে এই চিঠিটি জাল করা হয়েছে এবং আমরা এর উপর নির্ভর করব না। তবে, এটাও তথ্য যে, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডকে ১৯৭৪-এর এন্ট্রি অনুযায়ী রাজস্ব নথিতে তফসিল 'ক' সম্পত্তির মালিক ও দখলকার হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা 'প্রদর্শনী-১৫' হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৯৪ সালের ৪ নং রাজস্ব মামলায় শুধুমাত্র ১৯৯৪ সালেই বাদী রাজস্ব নিবন্ধিকরণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বিদুরকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত উপহার পত্র বাতিলের দায়ে বিদুরকর্তার পক্ষে দেওয়া আমমোক্তারনামা বাতিল করার পর মহারানী চন্দ্রতারা দেবী ১৯৭২ সালে একটি সিভিল মামলা টি এস নং ৯৫/৭২ দায়ের করেছিলেন। যেহেতু তিনি বিদুরকর্তার উদ্দেশ্য এবং কাজের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাই তিনি এই বিষয়ে জেনে থাকবেন এবং তফসিল 'ক' সম্পত্তির বিষয়ে তাঁর দাবী জানানো উচিত ছিল, বিশেষতঃ যখন ১৯৬৮ সাল থেকে তাকে কোন ভাড়া দেওয়া হয়নি। বর্তমান দেওয়ানী মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে ১৮ বছরের ব্যবধান সম্মুখে আবেদনকারী-বাদী কোন ব্যাখ্যা করেননি<sup>৮</sup>।

-----

<sup>৮</sup> আগে, ১৯৬৮ সালে ভাড়া প্রদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, মহারানী চন্দ্রতারা দেবী ২৯.১০.১৯৬৯ তারিখে বিদুরকর্তার পক্ষে একটি আমমোক্তারনামা কার্যকর করেছিলেন।

২৭। বিবাদী পক্ষের ১ নং স্বাক্ষী হিসাবে বিদুরকর্তার পুত্র কিশলয় কিশোর দেববর্মার দেওয়া জবানবন্দির উপর নির্ভর করে বাদী স্বীকার করেছেন যে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া মহারানী চন্দ্রতারা দেবীকে দেওয়া হয়েছিল। এটা সঠিক এবং ১ থেকে ৭ নম্বর বিবাদী তা মেনে নিয়েছেন। এই বিবাদীগণ বলেছেন যে ১৯৫৩ সালে তফসিল 'ক' সম্পত্তিটি মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড কর্তৃক মহারানী চন্দ্রতারা দেবীকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল, যা ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বিবাদীগণ কোনও নথি কিংবা ইজারা দলিল দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেননি। বিবাদীগণ মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবগুলি, যদি থাকে, নথিভুক্ত করেননি। কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা অনেকটাই অস্পষ্ট এবং অজানা। এতে বিবাদীদের পক্ষ সমর্থনে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, যদিও, নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিবাদীর মামলার দুর্বলতার ভিত্তিতে বাদী বর্তমান মামলায় সফল হতে পারে না। আমরা প্রথমে আজর্জিটি, তারপর নথিতে থাকা সাক্ষ্য যা আংশিকভাবে উপরে লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রমাণভার সম্পর্কিত আইনি অবস্থানের কথা উল্লেখ করব।

২৮। বাদী পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আজর্জিতে বলা হয়েছে, মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর কাছ থেকে তফসিল 'ক' সম্পত্তিস্থিত ভূমি এবং ভবনের ইজারা নিয়ে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডটি পরিচালনা সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার দ্বারা কার্যত স্বীকার করা হয় যে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডই দখলকার ছিল। একই সময়ে বাদী দাবী করেছিলেন যে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৫১ সালে চন্দ্রতারা দেবী পাট্টা দলিল (প্রদর্শনী-১২) মূলে

মহারাজা দুর্জয় কিশোর দেববর্মার কাছ থেকে তফসিল 'ক' সম্পত্তির ইজারার অধিকার প্রাপ্ত হন। বাদীর দরখাস্ত তার স্বাক্ষর বহন করে যে ১৯৪১ সালে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তফসিল 'ক' সম্পত্তিটি ইহার হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৪১ সালে বাদী স্পষ্টতই তফসিল 'ক' সম্পত্তি/খোশমহলের মালিক বা দখলকার ছিলেন না। এটা স্পষ্ট যে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড এই ভূমিতে হোটেল ভবন নির্মাণ করেছে। বাদী এমন কোনও দাবী করেননি।

২৯। আর্জি অনুযায়ী, তফসিল 'ক' সম্পত্তিটি মহারানী চন্দ্রতারা দেবী মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডকে ইজারা দেন। তবে, মহারানী চন্দ্রতারা দেবী মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডকে তফসিল 'ক' সম্পত্তি ইজারা দিয়েছিলেন এই দাবীর সমর্থনে বাদী কোনও নথি পেশ করেননি। একইভাবে, ১ থেকে ৭ নং বিবাদী প্রমাণ করতে পারেননি যে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড সম্পত্তিটি মহারানী চন্দ্রতারা দেবীকে ইজারা দিয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, আমরা বাদীর বিবৃতি অনুযায়ী মেনে নেব যে মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড তফসিল 'ক' সম্পত্তির দখলকার ছিল, যদিও এর প্রকৃতি এবং দখলের অধিকার বিতর্কিত। এছাড়াও, আর্জিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৬৮ সালের পর মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২ নং বিবাদী প্রভা রঞ্জন দেববর্মাকে ৩০ জুন, ১৯৮৬ তারিখে মেসার্স ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন লিমিটেড সম্পত্তি খালি না করা পর্যন্ত ভাড়া প্রদান করেছিল। বাদী দাবী করেন যে তখন তিনি তার কর্মী এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে তফসিল 'ক' সম্পত্তির দখল নিয়েছিলেন এবং 'মেসার্স স্টার গেস্ট হাউস' এর নামে এবং শৈলীতে একটি গেস্ট হাউস চালু করেছিলেন যা ভিত্তিহীন, বা বরং অবিশ্বাস্য। এই দাবীর সমর্থনে কোনও নথি বা প্রমাণ নেই। সাধারণত সেই বাড়িওয়ালাকেই

জমির দখল দেওয়া হবে যাকে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত নথিভুক্ত তথ্যাদি বিবাদী পক্ষকেই সমর্থন করে। এছাড়াও, এটা স্পষ্ট যে, ৮ নং বিবাদী ১৭.০৭.১৯৮৫ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল (প্রদর্শনী-E) অনুযায়ী, তফসিল 'ক' সম্পত্তির একটি অংশের প্রকৃত মালিকানা পেয়েছিলেন। মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেডের পক্ষ থেকে এই বিক্রয় দলিলটি সম্পাদিত হয়। একইভাবে, ৯ থেকে ১১ নম্বর বিবাদী জানিয়েছেন যে, তারা মেসার্স হোটেল খোশমহল লিমিটেড কর্তৃক তাদের বরাবরে সম্পাদিত ক্রয়/বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে তফসিল 'ক'-এর কিছু অংশ ক্রয় করেছেন। এই বাস্তবসম্মত পটভূমিতে, আমরা বিবাদীদের এই দাবী গ্রহণ করব যে মামলা দায়েরের তারিখে বাদী তফসিল 'ক' সম্পত্তির গঠনমূলক বা প্রকৃত বাস্তবিক দখলকার ছিলেন না।

৩০। উপরোক্ত বাস্তবসম্মত পটভূমিতে বাদীকে সফল হতে হলে, তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, তফসিল 'ক' সম্পত্তিতে তার আইনি অধিকার রয়েছে এবং ফলস্বরূপ, তিনি দখলের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। বিবাদীদের বেদখল করা যাবে না যতক্ষণ না বাদী তফসিল 'ক' সম্পত্তির উপর আরও মজবুত মালিকানা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। একজন ব্যক্তি যিনি জমির মালিক হিসাবে সম্ভ্যাব্য দখলকার আছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভূমির মালিকানার সাধারণ অধিকার প্রয়োগ করছেন, সেই ব্যক্তির জমির ন্যায় মালিক ব্যতীত পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার আইনি অধিকার রয়েছে\*। ১ থেকে ১২ নম্বর বিবাদী

-----

\* পুনা রাম বনাম মতি রাম (মৃত), আইনি প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে (২০১৯) ১১ এসসিসি ৩০৯ এবং নায়ার সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড বনাম রেভ ফাদার কে সি আলেকজান্ডার এবং অন্যান্য, এআইআর ১৯৬৮, এসসি ১১৬৫ দেখুন।

তফসিল 'ক' সম্পত্তিতে তাদের অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি এই সুবাদে বাদীর পক্ষে দখলের ডিক্রি জারি করা যায় না। দখলে থাকার কারণে বিবাদীগণ তাদের দখল রক্ষা করার অধিকারী হবেন যদি না যে ব্যক্তি তাদের বেদখল করতে চায় সেই ব্যক্তির মালিকানা বা দখলের অধিকার রূপে আরও মজবুত আইনি অধিকার থাকে।

৩১। বর্তমান মামলায় একটি স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণের ভার<sup>১০</sup> বাদীর উপর বর্তায় কারণ এই ভার সেই পক্ষের উপর বর্তায় যিনি একটি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের অস্তিত্বের দাবী করেন যার ভিত্তিতে তিনি প্রতিকার চান<sup>১১</sup>। স্বাক্ষর আইনের ১০১ ধারা<sup>১২</sup> অনুসারে এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সত্য প্রমাণ করার ভার সেই পক্ষের উপর বর্তায় যিনি প্রধানত ইতিবাচকভাবে দাবী পেশ করেন, অস্বীকার করা কোনও পক্ষের

-----

<sup>১০</sup> দেখুন অনিল ঋষি বনাম গুরবক্স সিং, (২০০৬) ৫ এসসিসি ৫৫৮-এ অনুচ্ছেদ ১৯ যেখানে 'প্রমাণের ভার' অভিব্যক্তিটি তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে, যথা, (১) শুরুতে বা পরে কোনও প্রস্তাবের সমর্থনে প্রমাণ এগিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব নির্দেশ করা (২) সমস্ত পাল্টা-প্রমাণের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব প্রতিষ্ঠার কথা বলা এবং (৩) একটি নির্বিচার ব্যবহার যেখানে এটির অর্থ যেকোন একটি কিংবা উভয় হতে পারে।

<sup>১১</sup> দেখুন আড্ডাগাদা রাঘবান্মা এবং অন্য বনাম আড্ডাগাদা চেনচান্মা এবং অন্য, এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৩৬।

<sup>১২</sup> ধারা ১০১:প্রমাণভার :-যদি কেউ চান যে, কোনো আদালত তার কাছে থাকা তথ্যসমূহের ওপর নির্ভর করে কোনো আইনি অধিকার বা দায়দায়িত্ব সম্পর্কে রায় দিক, তাহলে তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সেই তথ্যসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে।যখন কোনও ব্যক্তি কোনও তথ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য, তখন বলা হয় যে প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে।

উপর নয়। এই नियमটি सर्वजनीन नाओ हते पारे <sup>१०</sup> एवं एर व्यतिक्रम থাকते पारे, तवे वर्तमान ক্ষेत्रे वास्तवसम्मत पट्टभूमिते साधारण नीतिटि प्रयोज्य। স্বাক্ষ্য আইনের ১০২ ধারা <sup>১৪</sup> অনুযায়ী, উভয় পক্ষই যদি প্রমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হন, তা হলে মামলাটি অবশ্যই নিষ্ফল হবে।<sup>১৫</sup> প্রমাণের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং স্থানান্তরটি প্রমাণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তবে এটি ঘটে যখন স্বত্ব এবং দখলের মামলায়, বাদী বিবাদীর উপর দায়ভার স্থানান্তর করার জন্য উচ্চ মাত্রার সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের প্রমাণের অনুপস্থিতিতে প্রমাণের ভার বাদীর ওপর বর্তায় এবং কেবলমাত্র তখনই তিনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন যখন তিনি স্বত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হন।<sup>১৬</sup> বিবাদী পক্ষের দুর্বলতা মামলাটির ডিক্রি প্রদান করার ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা হতে পারে না।<sup>১৭</sup> বাদী তফসিল 'ক' সম্পত্তির ক্ষেত্রে সফল হতে পারতেন যদি তিনি তফসিল 'ক' সম্পত্তির স্বত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর বর্তায়। এটি হবে স্বাক্ষ্য আইনের ১০১ এবং ১০২ ধারার প্রকৃত প্রতিফলন।<sup>১৮</sup> সুতরাং, এই নিয়ম অনুসারে, বাদী

-----  
<sup>১০</sup> দেখুন স্বাক্ষ্য আইনের ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ ধারা।

<sup>১৪</sup> ধারা ১০২: প্রমাণের ভার কার উপর থাকে -- কোন মামলায় প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে ব্যক্তি কোন তরফ থেকেই কোন স্বাক্ষ্য প্রদান না হলে ব্যর্থ হবেন।

<sup>১৫</sup> দেখুন অনিল ঋষি বনাম গুরবক্স সিং, (২০০৬) ৫ এসসিসি ৫৫৮।

<sup>১৬</sup> দেখুন আর. ভি. ই. ভেক্সাটাচালা গৌন্ডার বনাম অরুলমিগু বিশ্বেসরাস্বামী ও ভি. পি. টেম্পল এবং অন্য, (২০০৩) ৮ এসসিসি ৭৫২।

<sup>১৭</sup> দেখুন ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম ভাসাভি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এবং অন্যান্য, (২০১৪) ২ এসসিসি ২৬৯।

<sup>১৮</sup> দেখুন সেবার্টিয়াও লুইস ফার্নান্দেজ (মৃত), আইনি প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে, বনাম কেভিপি শাস্ত্রী (মৃত), আইনি প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে, (২০১৩) ১৫ এসসিসি ১৬১।

স্বাক্ষর আইনের বিধানাবলীর অধীনে তার যাবতীয় দায়িত্বভার পালন করবেন, অন্যথায় মামলা খারিজ হয়ে যাবে। সুতরাং, উচ্চ আদালতের রায় সঠিকভাবেই আবেদন মঞ্জুর করে এবং ট্রায়াল কোর্টের রায় ও ডিক্রি বাতিল করে দেয়। তাই আমরা উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলব যে এই মামলা খারিজ করা উচিত। আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন বা বিবাদীদের দাবী ইত্যাদির বিষয়ে আমরা উচ্চ আদালতের কোনও মন্তব্যে হস্তক্ষেপ করিনি বা বাতিল করিনি। উল্লেখ্যঃ, মেসার্স হোটেল খোশ মহল লিমিটেড বর্তমান কার্যক্রমের পক্ষ নয়।

৩২। উপরোক্ত আলোচনা ও আইনি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপীল অবশ্যই খারিজ করতে হবে। সেই অনুযায়ী আমরা নির্দেশ দিচ্ছি। এক্ষেত্রে খরচের বিষয়ে কোনও নির্দেশ থাকবে না।

.....জে

(সঞ্জীব খান্না)

.....জে

(জে কে মাহেশ্বরী)

নতুন দিল্লি

৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৩

### **DISCLAIMER**

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation”.